তারিখ ··· 25 MAY 2016 ···
পৃষ্ঠা ··· ১৬ কলাম ··· ৪ ······

যুগান্তর

তৌহিদ আহমেদ সৌরভ

নুরনবী সরকার

শাহিন আলম

অঞ্জনকুমার দেব

মৌলী আক্তার

ওদের চোখেমুখে হতাশার ছাপ

আহসান হাবীব নীলু, *কুড়িগ্রাম থেকে*

কুড়িগ্রামের কয়েকজন মেধাবী জয় করেছে দারিদ্র্য। চলতি বছর এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে আঁধার ঘরে আলো জ্বালিয়েছে। তাদের পরিবারে অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী। এখন উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন পূরণের মাঝে দেয়াল হয়েছে দারিদ্র্য। তবে সহায়তা পেলে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে বলে তারা জানায়।

তৌহিদ আহমেদ সৌরভ : কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পৌর এলাকার কামারপাড়া গ্রামের দরিদ্র বিদ্যুৎ মিস্ত্রি গোলাম মোস্তফার ছেলে তৌহিদ আহমেদ সৌরভ এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তৌহিদ আহমেদ সৌরভ বলল, পাঁচজনের সংসারে টানাপোড়েন নিত্যদিনের। প্রায়ই অনাহারে থেকে স্কুলে যেতাম। বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার নিয়ে পড়তে হতো। এখন একটিই স্বপ্ন— ডাক্তার হয়ে পরিবারে ভাগ্য বদলের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র মানুষের সেবা করতে চাই।

শাহীন আলম : কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের ভেরভেরী গ্রামের রিকশাচালক মোস্তফা হকের ছেলে শাহীন আলম এবার হলোখানা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। শাহীন আলম শত বাধা অতিক্রম করে চালিয়ে নিয়েছে লেখাপড়া। নিজের লেখাপড়াকে এগিয়ে নিতে বন্ধের দিনে দিনমজুরের কাজও করতে হয়েছে তাকে। অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণে দারিদ্র্যকে জয় করেছে শাহীন। তার পরও সে স্বপ্ন দেখে চিকিৎসক হওয়ার।

নুরনবী সরকার : স্কুল বন্ধের সময় অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে এবং টিউশন করে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে নিতে হয়েছে নুরনবী সরকারকে। নানা প্রতিকূল পরিবেশেও নুরনবী এবার এসএসসি পরীক্ষায় হলোখানা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের সুভারকুটি গ্রামে তার বাড়ি। বাবা আফতাব আলী পেশায় দিনমজুর, মা নুরনাহার বেগম গৃহিণী। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে নুরনবী সবার ছোট। তার স্বপ্ন, সে বড় হয়ে শিক্ষক হবে।

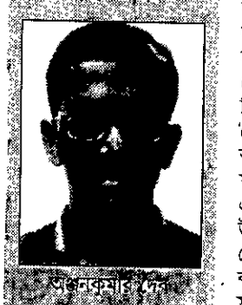

মৌলী আক্তার : দারিদ্র্যকে জয় করে সেরাদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন কুড়িগ্রামে ভূমিহীন ভ্যানচালক মফিজুল ইসলামের মেয়ে মৌলী আক্তার। কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠার কারণে কোনো বাধাই তার সাফল্যের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার ধারাবাহিক সাফল্যে সবাই খুশি। মৌলী আক্তার এ বছর এসএসসিতে রাজারহাট উপজেলার সিংহীমারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। মৌলীর মা আইভি বেগম অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে সংসারে কিছু সহায়তা করেন। রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের প্রত্যন্ত দেবালয় গ্রামে তাদের নিবাস। সে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়।

অঞ্জনকুমার দেব : বাবা মারা গেছেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়। যমজ দুই ভাই, বড় দুই বোন ও মাসহ ৫ জনের সংসারে চলে কঠিন দুর্যোগ। এ অবস্থায় বড় দুই বোন টিউশন করে সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি দুই ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছেন। প্রতিকূলতার মধ্যে অঞ্জনকুমার দেব এবার কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে সাফল্য অর্জন করে। বাবা তপনকুমার দেব ২০০৭ সালে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়ি বাজারসংলগ্ন বাড়িভিটার সামান্য জমি ছাড়া তেমন কিছুই নেই তাদের। এ অবস্থায় চরম দারিদ্র্যের মাঝে নিকটাত্মীয়দের সহযোগিতায় তাদের সংসার চলে। অঞ্জনের স্বপ্ন, বড় হয়ে ডাক্তার হবে সে।

অদম্য মেধাবীদের গল্প

নবাবগঞ্জে মা-বাবার সঙ্গে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সাগর যুগান্তর

দিনমজুরের ঘরে আলোর ঝিলিক সাগর

আজহারুল হক, *নবাবগঞ্জ থেকে*

অনেক দিন না খাইয়্যা স্কুলে গেছি। গরম ভাত ভাগ্যে জুটেনি বললেই চলে। এসএসসি পরীক্ষার সময়েও আলু ভর্তা আর পান্থা ভাত খাইয়্যা পরীক্ষা দিতে গেছি। আপন মনে এ ভাবেই কথা বলল নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত দিনমজুর আবদুস সাত্তারের ছেলে মো. সাগর। সে পিএসসিতে নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জেএসসিতেও নবাবগঞ্জ পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। কিন্তু এসএসসির পর দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সাগর দিক হারিয়ে ফেলেছে। উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দরিদ্র নামক কষাঘাত। পরিবারের ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে তার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। মেধাবী সাগরের চোখে-মুখে তাই হতাশার ছাপ।

মেধাবী সাগর জানায়, 'দারিদ্র্যতা আমার ছোট বেলার বন্ধু।' এতদূর এগিয়ে এলেও এবার আমি দিক হারিয়ে ফেলেছি। ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমি ঠিক করতে পারছি না। এবার কি তাহলে দারিদ্র্যের কাছে হার মানব বুঝে উঠতে পারছি না।' সাগরের বাবা আবদুস সাত্তার জানান, বসতভিটে বলে কিছুই নেই। অভাবের তাড়নায় ১১ বছর আগে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কান্দিরগ্রাম থেকে নবাবগঞ্জে আসে তার পরিবার। আশ্রয় নেয় কাশিমপুর গ্রামের দীন মোহাম্মদের বস্তিতে। ৫ ছেলে-মেয়ে আর স্বামী-স্ত্রীসহ ৭ জনের সংসার ছিল। একা দিনমজুরের কাজ করে কষ্টের সংসার চলছিল না। বাধ্য হয়ে বড় ছেলে মনোয়ার হোসেন ও বড় মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। মেজো ছেলে সাগর পিএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়ায় পরিবারের লক্ষ্য ছিল তার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া। সাগরের ইচ্ছা শক্তিও ছিল প্রবল। তাই ওর ইচ্ছার কাছে আমার পরিশ্রম হার মেনেছে। নিজে পড়তে পারিনি। তাই শত কষ্ট করেও ওর লেহাপড়া চালাইয়্যে গেছি। ও আমার ভাঙা ঘরে চাঁন্দের আলো। জানি না এ চাঁনকে কেমনে আগাইয়্যে নিমু। হুনছি কলেজে পড়াইতে গেলে অনেক ট্যাকা লাগে। এত ট্যাকা কোথায় পামু। নবাবগঞ্জ পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোসা. নাজমুন নাহার বলেন, মেধাবীদের হেরে গেলে চলবে না। আরও এগিয়ে যেতে হবে। আমি সাগরকে প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখায় ভর্তি করে নিতে চাই। ভবিষ্যতে ওর লক্ষ্য অর্জনে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।